৫ জুলাই — পেন্টেকস্টের পর ৬ষ্ঠ রবিবার

অনুগ্রহে বদ্ধমূল, বিশ্বাসে বৃদ্ধি

Rooted in Grace, Growing in Faith

পবিত্র শাস্ত্রপাঠ: ১ শমূয়েল ১৬:৩-১২ | গীতসংহিতা ১২ | ২ করিন্থীয় ১২:১-১০ | লূক ১৭:৫-১০

মূল পদ: "তখন প্রেরিতেরা প্রভুকে কহিলেন, আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন।" — লূক ১৭:৫।

সূচনা

যে গাছটি লম্বা এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে তার একটি অদৃশ্য রহস্য থাকে: গভীর শিকড়। তেমনিভাবে, একটি খ্রিস্টীয় জীবন যা ফল বহন করে এবং সময়ের ঝড়ঝাপটা সহ্য করে, তা অবশ্যই কোনো কৃতিত্ব বা মর্যাদার মধ্যে নয় — বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্যে গভীরভাবে বদ্ধমূল হতে হবে। যখন আমরা তাঁর অনুগ্রহে বদ্ধমূল হই, তখন আমরা বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাই, এমনকি যখন আমরা নিজেদের দুর্বল, ছোট বা অযোগ্য মনে করি। এই রবিবারের পবিত্র শাস্ত্রাংশগুলি আমাদের এক চমৎকার যাত্রার মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় যে কীভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ গোপন জায়গায় কাজ করে, কীভাবে তিনি কষ্টের সময়ে বিশ্বস্তদের টিকিয়ে রাখেন, ঐশ্বরিক শক্তি দিয়ে দুর্বলদের শক্তিশালী করেন এবং আমাদের বাধ্য ও নম্র বিশ্বাসের আহ্বান জানান। আসুন আমরা গীতসংহিতা রচয়িতা, ভাববাদী শমূয়েল, প্রেরিত পৌল এবং লূকের সুসমাচারের মাধ্যমে প্রকাশিত চারটি সত্য ধ্যান করার মাধ্যমে আজকের বিষয়ের ওপর আলোকপাত করি।

১. বিশৃঙ্খলার সময়ে অনুগ্রহ (গীতসংহিতা ১২)

"দরিদ্রদের লুণ্ঠন প্রযুক্ত, দীনহীনদের আর্তনাদ প্রযুক্ত, সদাপ্রভু কহিতেছেন, আমি এখন উঠিব," — গীতসংহিতা ১২:৫। গীতসংহিতা ১২ একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের সমাজের কথা তুলে ধরে। গীতসংহিতা রচয়িতা ঈশ্বরভক্ত লোকেদের অবলুপ্তি এবং প্রতারণা ও অহংকারের প্রাদুর্ভাবের জন্য ক্রন্দন করছেন। বিশ্বস্ত লোক খুব কম, এবং দরিদ্ররা উৎপীড়িত। Yet, in the middle of this lament, we hear the voice of grace. সদাপ্রভু অসহায়দের আর্তনাদে সাড়া দেন এবং কাজ করার প্রতিজ্ঞা করেন। এখানে আমরা অনুগ্রহের প্রথম পদক্ষেপটি দেখতে পাই: ঈশ্বরের অনুগ্রহ উৎপীড়িতদের কথা শোনে এবং অন্যায়ের প্রতি সাড়া দেয়। বিশ্বাস তখনই বৃদ্ধি পায় যখন আমরা কেবল সমৃদ্ধির সময়েই নয়, বরং দুঃখের নীরবতার মধ্যেও ঈশ্বরের ওপর ভরসা করতে শুরু করি। যখন সত্য পরাজিত বলে মনে হয় এবং ধার্মিকতাকে উপহাস করা হয়, তখনও ঈশ্বর রাজত্ব করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের যুগে অনেক উৎপীড়িত খ্রিস্টান গীতসংহিতা ১২-কে আঁকড়ে ধরেছিলেন। বিশপ ডেসমন্ড টুটু একবার বলেছিলেন, "ঈশ্বর কোনো নিরপেক্ষ ঈশ্বর নন। ঈশ্বর উৎপীড়িতদের পক্ষে।" যখন সবকিছু তাদের বিরুদ্ধে বলে মনে হচ্ছিল, তখনও তারা এমন এক ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বাস করেছিলেন যিনি শোনেন। আর এমন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস পাহাড়কে নাড়িয়ে দিতে পারে। তাই, আমাদের নিজস্ব প্রেক্ষাপটে যখন আমরা মিথ্যা, অন্যায় বা দুর্নীতির দ্বারা পরিবেষ্টিত

বোধ করি, আসুন আমরা হতাশ না হই। আসুন আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে বদ্ধমূল হই এবং এমন বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাই যা এখনও বিশ্বাস করে যে তিনি অভাবীদের জন্য উঠবেন।

২. অনুগ্রহ যা বাহ্যিকতার ঊর্ধ্বে দেখে (১ শমূয়েল ১৬:৩-১২)

"কারণ মনুষ্য যেভাবে দেখে, সদাপ্রভু সেভাবে দেখেন না; মনুষ্য বাইরের অবয়ব দেখে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণ দেখেন।" — ১ শমূয়েল ১৬:৭। দায়ূদের অভিষেক হলো ঐশ্বরিক মনোনয়নের অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা। যিশৈয়ের শক্তিশালী ও চিত্তাকর্ষক পুত্ররা শমূয়েলের সামনে দিয়ে যান, কিন্তু তাদের কাউকেই বেছে নেওয়া হয় না। কনিষ্ঠ পুত্র, যে মেষ চরাচ্ছিল, তাকে প্রথমে বিবেচনাও করা হয়নি। তবুও, দায়ূদই ছিলেন ঈশ্বরের পছন্দ। এটি অনুগ্রহ সম্পর্কে দ্বিতীয় সত্যটি প্রকাশ করে: ঈশ্বরের অনুগ্রহ সবচেয়ে অসম্ভাব্য ব্যক্তিকে বেছে নেয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যের জন্য আহ্বান করে। যখন আমরা সেই অনুগ্রহে বদ্ধমূল হই, তখন আমরা বুঝতে পারি যে বিশ্বাস মানে নিজেকে প্রমাণ করা নয় — এটি ঈশ্বরের আহ্বানের ওপর ভরসা করা, এমনকি যখন অন্যরা আমাদের অবহেলা করে।

ভারতীয় মণ্ডলীর ইতিহাসে, সাধু সুন্দর সিং প্রথম দিকে তাঁর নিজস্ব সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। সাধারণ পোশাক পরা, খালি পায়ে হাঁটা এই মানুষকে অনেকেই অগ্রাহ্য করেছিলেন। তবুও, ঈশ্বর তাঁকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরাক্রমশালীভাবে ব্যবহার করেছিলেন। বাহ্যিক রূপটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না — এটি ছিল অনুগ্রহের কাছে সমর্পিত একটি হৃদয়। বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো আমরা ঈশ্বর আমাদের যেভাবে বেছে নেন এবং ব্যবহার করেন তা সাদরে গ্রহণ করি। দায়ূদের মতো, জগৎ যদি আমাদের ভুলে যায় তবে আমরা যেন নিরুৎসাহিত না হই। ঈশ্বর আমাদের যে ছোট ছোট দায়িত্ব দেন তাতে যদি আমরা বিশ্বস্ত থাকি, তবে অনুগ্রহ আমাদের আরও বড় বিষয়ের জন্য উন্নীত করবে।

৩. দুর্বলতায় সিদ্ধ হওয়া অনুগ্রহ (২ করিন্থীয় ১২:১-১০)

"আমার অনুগ্রহই তোমার পক্ষে যথেষ্ট, কারণ দুর্বলতাতেই আমার শক্তি সিদ্ধ হয়।" — ২ করিন্থীয় ১২:৯। এই অংশে, পৌল মাংসে একটি কাঁটার কথা বলেছেন — একটি বেদনাদায়ক, স্থায়ী কষ্ট যা দূর করার জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা করেছিলেন। তবুও ঈশ্বর 'না' বলেছিলেন। পরিবর্তে, ঈশ্বর প্রকাশ করেছিলেন যে অনুগ্রহই যথেষ্ট এবং তাঁর শক্তি আমাদের দুর্বলতার মধ্যেই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এটি অনুগ্রহের তৃতীয় এবং সবচেয়ে ব্যক্তিগত পদক্ষেপ: অনুগ্রহ আমাদের কষ্টে টিকিয়ে রাখে এবং আমাদের নম্রতা শেখায়। বিশ্বাস তখনই পরিপক্ক হয় না যখন আমরা যা চাই তা সবসময় পাই, বরং তখনই পরিপক্ক হয় যখন ঈশ্বরের উত্তর "না" হলেও আমরা তাঁর ওপর ভরসা করি।

জনি ইরেকসন তাডা কিশোরী বয়সে একটি ডাইভিং দুর্ঘটনায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন। যদিও তিনি আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু আরোগ্য আসেনি। কিন্তু তিনি বলেন, "তাঁকে ছাড়া পায়ে হেঁটে চলার চেয়ে এই হুইলচেয়ারে থেকে প্রভুকে জানা আমার জন্য অনেক উত্তম।" পৌলের মতো তাঁর বিশ্বাসও দুর্বলতার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল যা শারীরিক আরোগ্য সকলেই করতে পারত না। তাই, আপনার দুঃখ বা হতাশার মুহূর্তে মনে রাখবেন: ঈশ্বর এখনও কাজ করছেন। যখন আপনি দুর্বল, তখন তাঁর শক্তি আপনার ওপর অধিষ্ঠান করছে। আপনার দুর্বলতা কোনো অযোগ্যতা নয় — এটি অনুগ্রহ প্রবেশের একটি দ্বার।

৪. অনুগ্রহ যা নম্র বাধ্যতার আহ্বান জানায় (লূক ১৭:৫-১০)

"আমরা অযোগ্য দাস; আমাদের যা কর্তব্য ছিল, তা-ই করিয়াছি।" — লূক ১৭:১০। শিষ্যরা যীশুকে তাঁদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে বলেছিলেন। উত্তরে যীশু তাঁদের বলেন যে একটি সরিষা দানার মতো বিশ্বাসও পাহাড়কে নাড়িয়ে দিতে পারে।

তারপর, আশ্চর্যজনকভাবে, তিনি একটি দৃষ্টান্ত বলেন যা তাঁদের মনে করিয়ে দেয় যে তাঁরা কেবল দাস যারা তাদের কর্তব্য পালন করছে। এই শেষ বিষয়টি আমাদের শেখায় যে বিশ্বাস অহংকারে নয়, বরং বাধ্যতা ও নম্রতার মধ্যে বৃদ্ধি পায়। অনুগ্রহ কোনো অধিকারের লাইসেন্স নয়; এটি কোনো প্রশংসার প্রত্যাশা ছাড়াই সেবা করার ক্ষমতায়ন।

মাদার তেরেসা একবার বলেছিলেন, "আমরা সবাই বড় বড় কাজ করতে পারি না, কিন্তু আমরা অনেক ভালোবাসার সাথে ছোট ছোট কাজ করতে পারি।" তিনি কখনোই স্বীকৃতির সন্ধান করেননি, তবুও তাঁর ভালোবাসার সহজ কাজগুলো জীবন বদলে দিয়েছে। তিনি একজন "অযোগ্য দাস" হিসেবে বেঁচে ছিলেন এবং সেই কারণেই ঈশ্বর তাঁকে এত মহানভাবে ব্যবহার করেছিলেন। বিশ্বাস তখনই বৃদ্ধি পায় না যখন আমরা স্বীকৃতি খুঁজি, বরং যখন আমরা প্রতিদিন বিশ্বস্তভাবে সেবা করি — কেউ আমাদের দেখুক বা না দেখুক। আপনি প্রচার করুন, পরিষ্কার করুন, পরামর্শ দিন বা উৎসাহিত করুন — এটি ভালোবাসার সাথে করুন, কোনো অভিযোগ বা অধিকারের মনোভাব ছাড়াই। ঈশ্বর দেখছেন।

উপসংহার

অনুগ্রহে বদ্ধমূল হওয়ার অর্থ হলো এটি স্বীকার করা যে আমরা আমাদের যোগ্যতার কারণে নয়, বরং ঈশ্বরের দয়ার কারণে মনোনীত হয়েছি। বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো কষ্টে তাঁর ওপর ভরসা করা, নম্রতার সাথে তাঁর সেবা করা এবং আশায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করা। দায়ূদের মতো আমাদেরও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। গীতসংহিতা রচয়িতার মতো আমাদেরও আশায় আর্তনাদ করতে হবে। পৌলের মতো আমাদেরও নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করতে হবে। শিষ্যদের মতো আমাদেরও কোনো পুরস্কার ছাড়াই বাধ্য হতে হবে। আমাদের শিকড় যেন তাঁর অনুগ্রহের মাটিতে গভীরভাবে প্রবেশ করে, যেন ঝড় এলেও আমরা বিচলিত না হই। এবং আমাদের বিশ্বাস যেন শক্তিশালী হয়ে ওঠে — কেবল আমাদের নিজেদের স্বার্থে নয়, বরং ঈশ্বরের রূপান্তরকারী শক্তির জগতের কাছে এক সাক্ষ্য হতে।

প্রার্থনা

দয়াময় প্রভু, আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনার অনুগ্রহ আমাদের ব্যর্থতার চেয়েও গভীর, আমাদের দুর্বলতার চেয়েও শক্তিশালী এবং আমরা বিশ্বস্ত না হলেও আপনি বিশ্বস্ত। আপনার অনুগ্রহে বদ্ধমূল হতে এবং বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে আমাদের সাহায্য করুন — এমন বিশ্বাস যা কষ্টে আপনাকে ভরসা করে, নম্রতায় আপনার সেবা করে এবং অসম্ভবের জন্য আপনাকে বিশ্বাস করে। আমরা যেন দায়ূদের মতো অদৃশ্য থাকলেও সেবা করতে ইচ্ছুক হই। পৌলের মতো আমরা যেন দুর্বলতায় আনন্দ করি, এটা জেনে যে আপনার শক্তি আমাদের মধ্যে সিদ্ধ হয়। এবং আপনার শিষ্যদের মতো আমরা যেন একজন দাসের সরল হৃদয় নিয়ে বাধ্য হই। প্রভু, আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন, আমাদের গৌরবের জন্য নয়, আপনার রাজ্যের জন্য। যীশুর নামে আমরা প্রার্থনা করি। আমেন।